মেহেরপুর শহরে লাটাহাম্বায় প্রাণ হারালেন এলজিইডি কর্মচারী

মেহেরপুর শহরে বাঁশের গুড়িভর্তি বেপরোয়া গতির লাটাহাম্বারের ধাক্কায় প্রাণ গেলো এলজিইডির অফিস সহায়ক মোজাম্মেল হকের । এছাড়া আহত হয়েছেন রিকসা চালক আব্দুল আলীম।

নিহত মোজাম্মেল হক মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের মৃতু আব্দুল মোতালেবের ছেলে ও এলজিইডির মেহেরপুর নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের অফিস সহায়ক। আহত রিকসা চালক আব্দুল আলীম মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকার মৃত জসিম উদ্দিনের ছেলে।
আজ বুধবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যার সময় মেহেরপুর পৌরসভার সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকা থেকে বাঁশের গুড়ি বোঝায় একটি দ্রুতগতির লাটাহাম্বার পৌরসভার সামনে স্পিডবেকার পার হওয়ার সময় একটি চাকা খুলে চলন্ত মোটরসাইকেল আরোহী মোজাম্মেল হক ও রিকসাচালক আব্দুল আলীমকে চাপা দেয়। এসময় তারা দুজনেই রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাদের দুজনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন। এসময় কর্তব্যরত চিকিৎসক মোজাম্মেল হককে মৃতু ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার সময় লাটাহাম্বার চালক পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজাহান হাসপাতালে এসে হতাহতদের চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত মোজাম্মেল হকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া আহত আব্দুল আলীম মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এখন পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর তাঁতীপাড়ায় সীমানা নির্ধারণী নিয়ম না মেনে বাড়ি নির্মাণ করার অভিযোগ

সীমানা নির্ধারণী নিয়ম না মেনে বাড়ি নির্মান করার অভিযোগ উঠেছে এনামুল হক নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এঘটনায় আদালতে মামলা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রতিবেশী দাউদ হোসেন। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকায়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, দাউদ হোসেন ও এনামুল হক একে অপরের প্রতিবেশী। এনামুল হক পৌরসভার নিয়ম না মেনে মাত্র এক ফিট ফেলে রেখে বাড়ি নির্মাণ শুরু করেছে। নিচে তলায় এক ফিট ফেলে রাখলেও দ্বোতালায় গিয়ে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে বাড়ির ওয়াল। ফলে তার জলকরও প্রতিবেশী দাউদ হোসেনের ঘরের উপর পড়বে। এক ফিট ফেলে রাখার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে লিখিত থাকলেও সেটিও মানেনি এনামুল হক। দ্বিতীয় তলার ঘর গাঁথার সময় দাউদ হোসেন বাঁধা দিলেও জোর করে ঘরের দেওয়াল গেঁথে নেন তিনি।

এব্যাপারে দাউদ হোসেন বলেন, ঘর করার সময় আমি তাকে নিষেধ করলেও সে মানেনি। পুলিশ নিয়ে এসে আমাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে সে ঘর তৈরী করে। এঘটনায় আমি আদালতে মামলা করবো।

এদিকে অভিযুক্ত এনামুল হক বলেন, আমি যখন ঘর গাঁথি তখন সে বাঁধা দেইনি। তাই আমি ঘর গেঁথে নিয়েছি। নিচ তলায় গাঁথার সময় ১ ফিট ফেলে রাখলেন দোতালায় গিয়ে সেটা পুরুন করে নিলেন কেনো ? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন উপরে থাকার ঘর করছি। এজন্য ওই টুকু পুরুণ করেছি।

প্রতিবেশীরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এনামুল হক একজন ফ্যাসাদে মানুষ। সে সরকারি কোনো নিয়ম কানুন মানতে নারাজ। সে বাড়ি বানিয়েছে কোনো নিয়ম কানুন মানেননি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাঁজাসহ মেহেরপুর শহরের আশিক আটক

১০০ গ্রাম গাঁজাসহ আশিক নামের এক যুবককে আটক করেছে মেহেরপুর সদর ফাঁড়ি পুলিশ। আটক আশিক মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার ইদ্রিস আলীর ছেলে।

আজ শনিবার (২৭ মে) ভোররাতের দিকে সদর ফাঁড়ি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করেন। এসময় তার বাসত ঘর থেকে ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়।

এসআই নাজমুল বলেন, বাড়িতে গাঁজা রেখেছে এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়।

আটক আশিকের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আজ শনিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ দু মাদক কারবারি আটক

৩ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক কারবারিকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার আহমদুল্লাহর ছেলে মিঠু (৪৫) ও বেড়পাড়া এলাকার আব্দুর রবের ছেলে হাবিব (৪০)। শনিবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।
মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক(এসআই) সুমন মিয়া গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে সঙ্গীয়ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এই দুই মাদক কারবারিকে আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের

৩৬(১) এর ৮(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ১২, তারিখ ১৩/০৫/২০২৩ ইং।
আটককৃতদের আজ রবিবার (১৪ মে) দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরের দু‘টি রাস্তা সংস্কার কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার ৭, ৮ নম্বর ওয়ার্ড মিয়া পাড়া ও স্টেডিয়াম পাড়ার রাস্তা সংস্কার ও কার্পেটিং কাজের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

আজ সোমবার বিকাল ৩ টার দিকে পৌর মেয়র এ কাজের উদ্বোধন করেন।

৮ নম্বর ওয়ার্ড স্টেডিয়াম পাড়ার শিল্পকলা মোড় থেকে লাল্টুর দোকান পযর্ন্ত প্রায় ৬৫০মিটার রাস্তা কার্পেটিং যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৩ লক্ষ টাকা এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ড মিয়া পাড়ার রাস্তা সংস্করণ কাজে ৪৭০ মিটার রাস্তার ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ লক্ষ টাকা।

এ সময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, পৌরসভার আনাচে-কানাচে অনেক রাস্তার কাজ অসমাপ্ত রয়েছে, আস্তে আস্তে সবগুলো কাজ করা হবে এবং শিল্পকলা মোড় থেকে লাল্টুর দোকান পযন্ত এটা একটা উন্নত মানের রাস্তা হবে। তিনি বলেন, আপনারা যেভাবে নির্বাচনের সময় আমাকে ভালোবেসে আমার পাশে ছিলেন আমিও ঠিক তেমনি আমার সর্বত্র দিয়ে সব সময় আপনাদের পাশে থাকবো।

২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুনের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন ৬ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন,৭ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর মঞ্জুরুল কবির রিপন ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর রোকসানা কামাল ঠিকাদার আসলাম খান পিন্টুসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

[redacted]

[redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মেহেরপুর শহরে রঞ্জন হালদারের আত্মহত্যা

মেহেরপুর শহরে রঞ্জন হালদার (৪০) নামের এক মাছ ব্যবসায়ী গলাই দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

রঞ্জন হালদার মেহেরপুর পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড হালদারপাড়া এলাকার নেন্টু হালদারের ছেলে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার (২৯ জুন) সকালের দিকে মারা যান।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুলফিকার আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিবেশীরা জানান, ঋণ ও প্রচুর দায় দেনায় জর্জিত ছিল রঞ্জন হালদার। বিভিন্ন এনজিও ঋণ এবং সুদ কারবারীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পুকুর লিজ করে মাছ চাষ ও ব্যবসা চালাতেন রঞ্জন হালদার।

এনজিও ঋণ ও দায় দেনা শোধ করতে সে স্থানীয় সুদ কারবারীদের ফাঁদে পড়ে যায়। এখন এনজিও ঋণ ও সুদ কারবারীদের কাছে ৮/১০ লক্ষ টাকা ঋণি হয়ে পড়েছেন তিনি। এনজিও কিস্তি আর সুদের টাকা দিয়ে গিয়ে বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন রঞ্জন হালদার। হতাশা আর ঋণ পরিশোধের ভয়ে গত ২৭ জুন দুপুরে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

রঞ্জন হালাদারের স্ত্রী শান্তনা হালদার জানান, টাকা পয়সার জন্য পাওয়নাদাররা তার কাছে বারবার টাকা চাইতে আসতো।

মেহেরপুর শহরের আহলে হাদীসের মসজিদে নামাজের মধ্যে

[redacted]

[redacted]